গাংনীতে হামলায় গুরুতর জখম ওয়ার্ড আ. লীগ’র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

গাংনী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল খালেক খোকন দেওয়ানের (৬০) উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

হামলায় গুরুতর আহত দেওয়ান খোকনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে কুষ্টিয়ায় পাঠানো হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজন বলে জানান চিকিৎসকরা।
আব্দুল খালেক খোকন দেওয়ান গাংনী ভিটাপাড়ার মৃত রমজান আলী দেওয়ানের ছেলে।

গাংনী হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, দেওয়ান খোকনের মাথায় গুরুতর আঘাতের জেরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মাথার ভেতরেও রক্তক্ষরণ হতে পারে। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আহতের ছেলে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম-আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবহান জানান, গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এর পাশে ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী মকছেদ আলীর নির্বাচনী ক্যাস্পে কয়েকজন বসে ছিলেন।

সেখানে নৌকার বিরুদ্ধে তারা কটাক্ষ করছিল। এর প্রতিবাদ জানান আমার পিতা। এতে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। এক পর্যায়ে কাউন্সিলর প্রার্থী মকছেদ আলী ও তার কর্মী মানজেত আলী, মুকুল হোসেন ও জাম্বু মিয়া লোহার রড এবং লাঠিসোটা নিয়ে আক্রমণ করে। মাথায় গুরুতর আঘাতে রক্তাত্ব জখম অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে গেলে স্থানীয়রা উদ্ধার করেন।

এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান আব্দুস সোবহান।

হামলার খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন

করে গাংনী হাসপাতালে রোগীর খোঁজ নেয়। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান।

এদিকে দেওয়ান খোকনের শারীরিক খোঁজ নিতে গাংনী হাসপাতালে ছুটে যান জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলী, পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলু ও সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুসহ নেতৃবৃন্দ।

এ বিষয়ে জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক সাংবাদিকদের বলেন, মারধরের শিকার হয়েছেন এবং তার মাথা ফাটানো হয়েছে এটা সত্যি। তবে কি বিষয় নিয়ে এ ঘটনা তা খতিয়ে দেখে পরবর্তী সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশ সুপারের উপহার পেলো কন্যা সন্তানের পরিবার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ শুনে উপহার নিয়ে নবজাতকের বাড়িতে উপস্থিত হলেন পুলিশ সদস্যরা।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের নির্দেশে নব্য জন্ম নেওয়া কন্যা সন্তানদের বাড়িতে উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।

জানা যায়, গতকাল বুধবার বিকালে দামুড়হুদা উপজেলার সদ্য জন্ম নেওয়া দুটি কন্যা শিশুর পরিবারে জেলা পুলিশ সুপারের পক্ষে উপহার সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রামের মিলন-পারভিনা দম্পতি ও দলকালক্ষী পুর গ্রামের এনামুল-আসমা খাতুন দম্পতির বাড়িতে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গার পক্ষে দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই তৌহিদুর রহমান পুরস্কার সামগ্রী পৌঁছে দেন।

এসময় এসআই তৌহিদুর রহমান পুলিশ সুপারের বার্তা কন্যা সন্তানের

পিতা -মাতা কে শোনান। পুলিশ সুপারের বার্তা কন্যা সন্তান বোঝা নয় আর্শিবাদ।

দর্শনার কুড়ুলগাছিতে ধানের চারা রোপণের উপর কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার কুড়ুলগাছিতে রাইচ ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণের উপর কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল ৪ ঘটিকার সময় কনিকা সীড কোম্পানির ম্যানেজার মোঃ মমিনুল ইসলাম এর পরিচালনায় এবং মোঃ সরফরাজ আলী (সাবেক চেয়ারম্যান) কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন দামুড়হুদা চুয়াডাঙ্গা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা মোঃ নূরুল আমীন (সুপার) কার্পাসডাঙ্গা হাদিকাতুল উলুম বালিকা দাখিলা মাদ্রাসা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মোঃ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক (মনিটরিং ও বাস্তবায়ন) সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি ঢাকা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষিবিদ মোঃ মনিরুজ্জামান উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দামুড়হুদা চুয়াডাঙ্গা, কৃষিবিদ আলী হাসান উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা, মোঃ নূর আলম (লিটন) ব্যবস্থাপনা পরিচালক কনিকা সীড কোম্পানি লিঃ, মুন্সি মোঃ সিরাজুল ইসলাম সদস্য, জেলা পরিষদ চুয়াডাঙ্গা, শাহ্ মোঃ ইনামুল করিম (ইনু) চেয়ারম্যান কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ দামুড়হুদা চুয়াডাঙ্গা, মাও মোঃ আব্দুস সামাদ আজাদ সহকারী সুপার কার্পাসডাঙ্গা হাদিকাতুল উলুম বালিকা দাখিলা মাদ্রাসা, কৃষিবিদ খন্দকার আবুল খায়ের প্রতিনিধি সিমিট বাংলাদেশ, মোঃ জাহিদুল ইসলাম অফিসার মার্কেট ডেভেলপমেন্ট আইডিই বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মোঃ মিজানুর রহমান তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, খুব দ্রুত আমরা কৃষি ক্ষেত্রে একটি বড় বিপ্লব ঘটাবো আশা করি।

অনুষ্ঠান শেষে রাইচ ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে উক্ত মাঠে ধান রোপণ করে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। অনুষ্ঠানটি চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার কুড়ুলগাছি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির আয়োজনে কনিকা সীড কোম্পানি চুয়াডাঙ্গা এবং সহযোগিতাই সিসা এমইএ প্রকল্প, যশোর হাব।

সেই সময় মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ফরহাদ হোসেন, চ্যানেল এস চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি আফজালুল হক বাদলসহ কুড়ুলগাছি গ্রামের কৃষকেরা উপস্থিত ছিলেন।

৬ শ্রমিক নিহত, আহত ৪

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে ট্রাক ও ইঞ্জিন চালিত করিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৬ ঢালাই শ্রমিক ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছে। এ সময় আরো ৪ শ্রমিক গুরুতর আহত হয় বলে জানা যায়। এরা সবাই ঢালাই শ্রমিক।

ঘটনাটি গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার মদনডাঙ্গার শ্রীরামপুর নামক স্থানে ঘটে। পুলিশ ঘটননাস্থল থেকে ৬ জনের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মরদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ মর্গে ও আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেছেন। নিহতদের পরিচয় না জানা গেলেও তাদে বাড়ি ঝিনাইদহ সদর ও হড়িণাকুণ্ডু উপজেলাতে।

শ্রীরামপুর গ্রমের অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য জাবেদ আহম্মেদ জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে কুষ্টিয়া জেলার ইবি থানার হাতিয়া আব্দালপুর গ্রাম থেকে নির্মাণাধীন ঘরের ঢালাই কাজ শেষে করিমনে ঢালাই মেশিনসহ বাড়ি ফিরছিলেন তারা। শৈলকুপার কুষ্টিয়া- ঝিনাইদহ মহাসড়কের মদনডাঙ্গা এলাকার শ্রীরামপুর নামক স্থানে পৌঁছালে কুষ্টিয়াগামী সেনাকল্যাণ সংস্থার সিমেন্ট বোঝায় একটি ট্রাক

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝিনাইদহগামী শ্রমিক বোঝায় করিমনকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই ৬ শ্রমিক ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়।

এদের সবার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে। আহত হয় আরো ৪ শ্রমিক। তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন পুলিশ। নিহতদের পরিচয় না পাওয়া গেলেও আহতরা হলো হড়িণাকুণ্ডুু উপজেলার শাখারিদাহর মেহেদি(৩২), সদর উপজেলার কলামন খালির রাব্বি(৩০), রিপন, কাষ্টশাখরার রিপন(৩৫)।

শৈলকুপার রামচন্দ্রপুর পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ এসআই শামীম আহম্মেদ জানান, ঝিনাইদহ- কুষ্টিয়া মহাসড়কে সেনাকল্যাণ সংস্থার একটি ট্রাক ও শ্রমিক বোঝায় করিমন মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে ৬ শ্রমিক নিহত ও ৪ শ্রমিক আহত হয়। নিহতদের সবার দেহ ছিন্ন বিচ্ছন্ন ছিল। তাদের উদ্ধা করে ঝিনাইদহ মর্গে ও আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কুষ্টিয়ায় ৮টি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়াসহ ৫ লাখ টাকা জরিমানা

পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই ইট তৈরি করার অপরাধে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ৮টি ভাটা ধ্বংস করা হয়েছে। একই সাথে জ্বালানি খড়ি দিয়ে ইটভাটা পরিচালনার দায়ে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দুই ইটভাটা মালিককে ৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার শিলাইদহ ও যদুবয়রা ইউনিয়নে আটটি ভাটা ধ্বংস করা হয়েছে। খুলনা পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী হাকিম মাসরুবা ফেরদৌসের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

তিনি জানান, নিয়মনীতি না মেনে অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনা করায় এবং ইটভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় উপজেলার শিলাইদহের

কল্যাণপুরের মিরাজ শেখের মালিকানাধীন মেসার্স ভাই ভাই ব্রিকস, যদুবয়রা ইউনিয়নের আরিফুল ইসলামের মেসার্স এসআরবি ব্রিকস, ফারুখ হোসেনের মেসার্স টিজেবি ব্রিকস, আল মামুনের মেসার্স সাগর ব্রিকস, আমিরুল ইসলামের মেসার্স একেবি ব্রিকস, আনোয়ার হোসেনের মেসার্স মহুয়া ব্রিকস, মো. করিম শেখের সৈনিক ব্রিকস ও সামছুলের মেসার্স নিয়াত ব্রিকস ধ্বংস করা হয়। অবৈধ ইটভাটা বন্ধে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, খুলনা পরিবেশ অধিদপ্তর ও কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক সকালে অভিযান শুরু হয়ে সন্ধ্যায় শেষ হয়। অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনা করায় আটটি ইটভাটার আগুন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নিভিয়ে দেন। পরে ড্রেজার দিয়ে ভাটার স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ও কল্যাণপুরের ভাটার কাঁচা ইট ধ্বংস করে দেয়া হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আতাউর রহমান, সহকারী পরিচালক কমল কুমার বর্মণসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। অভিযানে সহায়তা করেন র্যাব, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

এর আগে সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ঝাউদিয়া এলাকার মেসার্স ডাবলু ব্রিকস কে ৪ লাখ টাকা ও বিত্তিপাড়া মেসার্স হাকিম ব্রিকসকে ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিফাত উদ্দিন। এসময় পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, কুষ্টিয়ার ৬টি উপজেলায় মোট ইটভাটার সংখ্যা ১৯১টি। এর মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নিয়ে অনুমোদন নিয়ে মাত্র ৫০টি ইট ভাটা চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ১৪১ভাটার মধ্যে শতাধিক ইটভাটা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। এতে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে।

জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরসূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়া জেলায় ১৯১টি ইট ভাটা রয়েছে। এর মধ্যে জিগজ্যাক ইটভাটা ৬২টি, ড্রাম চিমনি ইটভাটা ৩০টি ও ১২০ ফুট ফিক্সড চিমনি ইটভাটা ৯৯টি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

উদ্দোমী তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে সফল হয়েছেন। উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতা ছাড়ায় নিজের পরিশ্রম আর ইউটিউব দেখে শুরু করেন ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ। শুরুটা এলাকার মানুষের কাছে হাস্যকর হলেও গাছে ফল ধরা দেখে মানুষ হতবাক হয়ে পড়েছেন। কৃষি বিভাগ থেকে সহযোগিতা পেলে আর ও বেশি পরিসরে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে এলাকার বেকার যুবকদের একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত বলে মনে করেন এই তরুন উদ্যোক্তা।

প্রতিটি ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ ২০০গ্রাম থেকে ২৫০গ্রাম ওজন হয়ে থাকে, যার বাজার মূল্যে কেজি প্রতি ১২০টাকা থেকে ১৪০টাকা। যদিও এটি একটি বিদেশী খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারপরও বাংলাদেশে এর চাহিদাটাও কম নয়।

জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, জীবননগর উপজেলায় এবার প্রথম ১ হেক্টর জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই কৃষকরা এ চাষে ঝুকে পড়েছেন। চারা লাগানোর পর নীবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে এ উপজেলায় বিপ্লব ঘটিয়েছেন তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া। তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া বলেন, দীর্ঘ সময় ইরানে ছিলাম, সেখানে ক্যাপসিক্যাম্প চাষ দেখেছি সেখান থেকে এ চাষের উপর আমার নেশা।

এর পর ইরান থেকে এর বীজ সংগ্রহ করে দেশে এসে বাবার নিকট থেকে ১০কাটা জমি নিয়ে এ চাষটা শুরু করি। প্রথম দিকে এ চাষের কথা বললে এলাকার মানুষ একটু হাসতো।

আর বলতো বিদেশ থেকে এসে কি চাষ করছে। আমি কারও কথায় কোন কর্ণপাত না করে চাষটি শুরু করি। চাষটি যদিও আমাদের এলাকাতে প্রথম যার ফলে এ চাষ সম্বন্ধে তেমন কেউ পরামর্শ দিতে পারে না। সে ক্ষেত্রে আমি ইউটিউব এর সহযোগিতায় আমি এ চাষটি করি। বর্তমানে আমি ২বিঘা জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করেছি এতে আমার খরচ হয়েছে বিঘা প্রতি ৮ থেকে ১০হাজার টাকা আর আমি গত গয়েক দিন আগে ২৮হাজার টাকার ফল বিক্রি করেছি এবং এখনও গাছে প্রায় ৫০ থেকে ৬০হাজার টাকার ফল রয়েছে। তবে এটা ১২মাসের ফসল হওয়ায় এ চাষে অল্প খরচে লাভবান হওয়া যায়।

জীবননগর উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা শিমুল আহম্মেদ জানান, জীবননগর উপজেলায় ১ হেক্টর জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ হচ্ছে এবং তরুণ চাষী লাল্টু মিয়া একজন সৎ ও সচেতন চাষী। সে রাসায়নিক

মুক্তভাবে জৈব সার এবং জৈব বালাই নাশক ব্যবহার করে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করছেন।

কৃষি বিভাগ তার সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে যা আগামীতে অব্যহত থাকবে। কৃষকদের ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষে উৎসাহিত করা হলে আমদানী নির্ভরতা কমার ফলে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ।

আলমডাঙ্গায় দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান-কর্মসূচি (কর্মসৃজন) প্রকল্পের বরাদ্দের টাকা লুট

আলমডাঙ্গায় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান-কর্মসূচি (কর্মসৃজন) প্রকল্পের বরাদ্দের টাকা লুট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত প্রকল্পে কাজ না করে ভুয়া শ্রমিকের নামের তালিকা বানিয়ে এই টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এই অনিয়মের সঙ্গে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত দেখভাল কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা রয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র বলছে, কর্মসৃজন প্রকল্পের লুটের টাকা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, ট্যাগ অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও প্রকল্প দেখভালকারী কর্মকর্তার মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করা হচ্ছে।

প্রতিটি ইউনিয়নে ৮/১২ হাজার টাকা সাপ্তাহিক অর্থ হাতিয়ে নিছে বলে অভিযোগ করেন ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চলতি বছর আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নে কর্মসৃজন প্রকল্পের ৪০ দিনের জন্য মোট ১ কোটি ৭৩ লাখ ১২ হাজার টাকা বরাদ্দ আসে। সেই বরাদ্দ উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে পাঁচটি করে প্রকল্প ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রকল্পের জন্য উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নে ২ হাজার ১শত ৬৪ জন শ্রমিক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, উপজেলার প্রতিটি প্রকল্পেই কাজ করছে অর্ধেকেরও কম শ্রমিক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শ্রমিক জানান, পিআইসিরা তাদের কাছ থেকে আগেই সব স্বাক্ষর করে নিয়েছেন। তাছাড়া অনেকের নাম আছে যাদের কোনোদিন প্রকল্প এলাকায় দেখা যায়নি।

এ ব্যাপারে কয়েকজন পিআইসি ও ইউপি সদস্য বলেন, বর্তমানে একজন শ্রমিকের মজুরি ৪০০ টাকা। সেখানে মাত্র ২০০ টাকায় কোনও শ্রমিক কাজ করতে আসতে চান না।

এ ধরনের অনৈতিক বা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কাজ করা যায় কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, পিআইওসহ এই কাজের সঙ্গে জড়িতদের আর্থিকভাবে ম্যানেজ করেই তালিকা গড়মিল করা হয়।

একাধিক ইউপি সচিব নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সংশ্লিষ্ট ইউপি’র বরাদ্দ থেকে মোটা অংকের টাকা চলে যায় পিআইও’র পকেটে। আর ভুয়া তালিকার বেশিরভাগ ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের ছত্রছায়ায় হয়ে থাকে।

প্রকল্প দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-সহকারী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম বলেন, ‘এই প্রকল্প সম্পর্কে আমার কাছে জানতে না চেয়ে বরং পিআইও’র কাছে থেকে জেনে নেন। তিনিই ভালো তথ্য পারবেন।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক বলেন, ‘এই সকল টাকা নেওয়ার কথা গুলো ভিত্তিহীন হিসেবে তিনি আরো বলেন, কর্মসৃজনী কাজ শেষ। যদি আমার কাছে লেবার কম থাকার বিষয়ে অভিযোগ থাকতো তাহলে যথাযথ ভাবে আমি ব্যবস্থা নিতাম।

এ বিষয়ে সচেতন মহলের দাবি, সরকার যে উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প হাতে নিয়েছে, সেটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নসহ ছোটবড় দুর্নীতি দিনদিন বেড়েই চলেছে। এই কাজের সঙ্গে

জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সচেতন মহল।

দামুড়হুদায় ইজিবাইক শ্রমিকদের মানববন্ধন

দামুড়হুদা উপজেলায় ইজিবাইক শ্রমিকরা মানববন্ধন করেছে। দামুড়হুদা উপজেলার ইজিবাইক চুয়াডাঙ্গা শহরে বাস-মালিক সমিতির শ্রমিকরা প্রবেশ করতে না দেওয়ায় এই মানববন্ধন করে তারা।

গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১২টায় দামুড়হুদা ফুটবল মাঠে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। দামুড়হুদা উপজেলার ইজিবাইক শ্রমিকরা তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা শহরে ইজিবাইক চালানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য একদাবি আদায়ে এই মানববন্ধন করে।

ইজিবাইক চালক ইব্রাহিম (২৫) বলেন, দীর্ঘ মাস ২ আমাদের কে শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারায় আমাদের ঠিক মত ভাড়া হচ্ছে না। যে কারণে আমি ইজিবাইক মালিককে টাকা পরিশোধ করে আমার সংসার চালাতে পারছি না।

যে কারণে আমার পরিবার নিয়ে আমি খুব কষ্টে দিন পার করছি। দামুড়হুদা থেকে চুয়াডাঙ্গার যাওয়ার জন্য এক যাত্রী রবিউল (২০) বলেন, ইজিবাইক ধর্মঘট ডাকায় অনেকক্ষণ ধরে আমি এখানে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু গাড়ি পাচ্ছি না, ইজিবাইক চালকদের দীর্ঘদিন চুয়াডাঙ্গা শহরে ঢুকতে না দেওয়ায় বাসে আমাদের অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হয়, যা আমাদের জন্য অসুবিধা জনক। আমরা চাই দ্রুত এর সমাধান হোক।

ইজিবাইক শ্রমিকদের এই ধর্মঘট সম্পর্কে জানতে চাইলে দামুড়হুদা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন, আমি কিছুক্ষণ আগে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছি তাদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে ডিসি স্যারের সাথে কথা বলে দ্রুত এর সমাধান করব।